শিশু নির্যাতন

আঠারো বছরের নিচের সবাইকে শিশু বলা হয়। এই অর্থে কিশোর -কিশোরীদেরকেও শিশু বলা চলে। আমরা অনেক আদরে, অনেক যত্নে শিশুদের বড় করে তুলি। তারাই আমাদের ভবিষ্যত।

কিন্তু মাঝে মাঝে এর ব্যতিক্রম ঘটে যায়। সমাজের এক শ্রেণীর দুষ্ট, অপরাধী বা অজ্ঞ মানুষ শিশুদের উপর নানা ধরণের অন্যায় করে। শিশু যত্ন, ভালোবাসা, স্নেহ-মমতা, মৌলিক অধিকারতো পায়ইনা, বরং শিকার হয় নির্মম নির্যাতনের। খারাপ মানুষগুলো শিশুকে শারীরিক, মানসিক ও যৌনভাবে নির্যাতন করে। অনেকে যদিও সরাসরি এধরণের নির্যাতন করেনা, তবে তারা শিশুদের মৌলিক চাহিদাগুলো ভয়ানকভাবে অবহেলা করে। শিশুকে খেতে দিলনা বা কম পরিমাণে নিম্নমানের খাবার খেতে দিল, তাকে খারাপ পরিবেশে মানবেতরভাবে থকতে বাধ্য করলো। এই পুরো বিষয়টিকে বলে শিশু নির্যাতন। তবে কোনটি নির্যাতন আর কোনটি প্রয়োজনীয় শাসন সেটি নির্ভর করে আমরা নির্যাতনকে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করছি তার উপর।

পৃথিবীর দেশে দেশে আইন করে শিশু নির্যাতন বন্ধ করা হয়েছে। তবে সব দেশে আইন এক নয়। এছাড়া আইন থাকা সত্বেও বিভিন্ন কারণে কিছু পরিমাণে শিশু নির্যাতন চলছেই দেশে দেশে। বাংলাদেশে শিশু নির্যাতনের উপর পরিসংখ্যান তেমন একটা পাওয়া যায়না। তবে অন্যান্য দেশে এবিষয়ে গবেষণা হয়েছে। ২০১০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় চাইল্ড প্রোটেক্টিভ সার্ভিসেস এজেন্সি কর্তৃক প্রকাশিত এক রিপোর্টে দেখা যায় এর আগের বছরের কেসগুলোর মধ্যে ৭৮.৩% ছিল শিশুকে অবহেলা করা, ১৭.৬% ছিল শারীরিক নির্যাতন, ৯.২% ছিল যৌন নির্যাতন এবং ৮.১% ছিল মানসিক নির্যাতনের কেস। ভারতের দিল্লীতে পরিচালিত এক জরিপে আর.এ.এইচ.আই. নামের দিল্লীর একটি প্রতিষ্ঠানের জরিপে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের ৭৬% শৈশবে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। এর মধ্যে ৪০% পরিবারের সদস্যদের দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। ২০০৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৭৩০ জন শিশু নির্যাতন বা তার সাথে জড়িত বিষয়দির কারণে মৃত্যুবরণ করেছিল। প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশে কি শিশু নির্যাতন হয়? এবিষয়ক গবেষণা নেই বললেই চলে। তবে জাতীয় দৈনিকগুলোর রিপোর্ট, পুলিশ কেস ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে এধরণের নির্যাতন হচ্ছে। গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশু বিশেষতঃ মেয়ে শিশুরা বিভিন্ন ধরণের নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। দেশে শিশু শ্রমের হার উচ্চ। গবেষণায় শিশু শ্রমিকদের মধ্যে নির্যাতনের শিকার হবার তথ্য পাওয়া গেছে। বাংলাদেশের অনেক শিশু পাচার হয়ে বিভিন্ন দেশে চলে যাচ্ছে। পৃথিবীর কোন কোন দেশে এই শিশুদের উটের জকি হিসাবে ব্যবহারের ভয়াবহ প্রমাণ পাওয়া গেছে। এতে এই শিশুরা মারাত্মকভাবে আহত হয় বা মৃত্যুবরণ করে। মানবাধিকারহীন ভাবে অনেক দেশে তার গৃহকর্মে নিয়োজিত হয়। বাংলাদেশসহ বেশ কিছু দেশে মেয়ে শিশুদের যৌন কর্মে নিয়োজিত করার অভিযোগ পত্র-পত্রিকায় আমরা দেখি। দারিদ্রের কারণে অনেক শিশুর অভিভাবকেরা তাদেরকে অবহেলা করছেন। অর্থাৎ তাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের নিরাপত্তা, চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারছেননা। দেশে বাল্যবিবাহের একটি চল আছে। এর হারও বেশ বেশী।

পৃথিবীর অনেক দেশেই বাল্যবিবাহকে যৌন নির্যাতনের একটি ধরণ বলে বিবেচনা করা হয়। কেননা এসময় বিবাহ ও যৌন ক্রিয়া এবং সামাজিকভাবে দায়ীত্বপালনের জন্য শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সম্পন্ন হয়না। এসব দিক বিবেচনায় নিলে বাংলাদেশেও কিছু পরিমাণে শিশু নির্যাতন হচ্ছে এমন সিদ্ধান্তে আসা যায়। তবে এই সমস্যা কতটা ভয়াবহ তা নির্ধরণে গবেষণা হওয়াটা বিশেষ জরুরী।

শিশু নির্যাতনের ফল ভয়ানক। নির্যাতন ও অবহেলায় শিশুর বিকাশে দারুণ ক্ষতি হয়। তার পৃথিবী এলোমেলো হয়ে যায়।

শিশু আহত হতে পারে, যৌন রোগ ও অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হতে পারে, পঙ্গু হতে পারে এবং মারাও যেতে পারে। যার বেঁচে যায় তাদের দেহমনে পড়ে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব। এই শিশুরা দীর্ঘমেয়াদী ব্যথা-বেদনায় ভুগে। তাদের অসুখ বিসুখ বেশী হয়। অনেকের জীবন ধারণের উপায়, স্বভাব চরিত্র এমনভাবে বদলে যায় যে সহজেই রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়। তারা নিজেদের প্রতি সচেতন থাকেনা, নিজের যত্ন নেয়ার ক্ষেত্রে থাকে উদাসীন।

শিশু নির্যাতনের মানসিক ও সামাজিক প্রভাবও সুদূরপ্রসারী। শিশুর মন খারাপ থাকে, একটা অসহায়ত্ব তাকে গ্রাস করে। সে আত্মহত্যাপ্রবণ হয় ও নিজের ক্ষতি নিজেই করে, যেমন, নিজেকে কাটে, দেয়ালে মাথা ঠুকে। সে নিজেই নিজে দোষী ভাবে, নির্যাতনের ঘটনাটি তার বার বার মনে পড়ে, এমনকি নির্যাতনের দৃশ্যটি তার চোখে এমনভাবে বার বার ভেসে উঠে যেন ঠিক সেই মুহুর্তেই এটি ঘটছে। তার প্রতিক্রিয়াও তেমনি হয়। সে ঘুমাতে পারেনা বা ঘুমালেও বার বার ঘুম ভেঙ্গে যায়। সে দুঃস্বপ্ন দেখে। নির্যাতিত শিশুর ব্যবহার খারাপ হয়ে যেতে পারে। তার রাগ বেড়ে যেতে পারে। তার আচার-আচরণের সাথে বড়দের খাপ খাওয়াতে রীতিমতো সমস্যা হতে পারে। অনেক সময় শিশু যৌন বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠতে পারে। ফলে সে ক্রমাণ্বয়ে অনেকবার যৌন নির্যাতনের শিকার হতে পারে। শিশু ভয় পেতে পারে। তার মধ্যে নানা ধরণের উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। তার আত্মবিশ্বাস কমে যায়। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সে প্রত্যাশা অনুযায়ী সাফল্য পায়না। তার মনোযোগ কমে যায়, স্মৃতিশক্তি, সামাজিক দক্ষতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ বিঘ্নিত হয়। শিশু তার যত্নগ্রহণকারীকে বিশ্বাস করতে পারেনা। কারো সাথেই সে ভালবাসাময় বিশ্বাসের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেনা। ফলে ভবিষ্যত জীবনে কাউকে ভালবাসতে বা বিবাহের পর স্বামী বা স্ত্রীর সাথে ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করতে তাদের সমস্যা হয়। বিশ্বাসের অভাবের কারণে কারো সাথে সাধারণ বন্ধুত্বের সম্পর্ক করতেও তাদের সমস্যা হয়।

অনেক সময় নির্যাতিত শিশু নিজেই বড় হয়ে নির্যাতনকারী হয়ে উঠতে পারে। যা তার উপর করা হয়েছে একই ধরণের আচরণ সে নিজের বা অন্যের শিশুদের উপর প্রয়োগ করতে পারে।

অনেক সময় নির্যাতিত শিশুর মধ্যে বিভিন্ন ধরনণের মানসিক সমস্যা তৈরী হয়। যেমন, সে সেক্সুয়াল ডিজফাংশন, মাদকাসক্তি, বিষন্নতা, উদ্বেগ, ভীতি, পোস্টট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅরডার, অ্যডজাস্টমেন্ট ডিজঅরডার, কনভারশন ডিজঅরডার, সোমাটাইজেশন ডিজঅরডার, বর্ডারলাইন পারসোনালিটি ডিজঅরডার, অ্যানোরেক্সিয়া নারভোসা, বিউলিমিয়া নারভোসা ইত্যাদি মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়।

বিভিন্ন কারণে শিশু নির্যতন ঘটে। মানুষের মধ্যে প্রজাতিগতভাবেই কিছু পরিমাণে প্রাধান্য বিস্তারের প্রবণতা থাকে। রাগ, হিংসা এগুলো একদম প্রাথমিক আবেগের মধ্যে আছে। ফলে অন্যান্য হিংসাত্মক ঘটনার মতোই শিশু নির্যাতনের ঘটনাগুলো ঘটে। প্রাণীজগতে নিজের বংশ টিকিয়ে রাখার একটা প্রবণতা দেখা যায়। দেখা যায় অন্যের বাচ্চাকে হত্যা করে নিজের বাচ্চার টিকে থাকার সম্ভাবনা বাড়ায় সিংহ বা এধরণের হিংস্র প্রাণীরা। কোন কোন গবেষক মনে করেন সৎ বাবা মা কর্তৃক সৎ সন্তানকে নির্যাতনের ঘটনাগুলো এই আদিম প্রবৃত্তি দিয়ে অনেকাংশে ব্যাখ্যা করা যায়। পশ্চিমা দেশগুলোতে অনেকে এই প্রবণতাকে রূপকথার চরিত্র সিন্ডেরেলার গল্পের সাথে মিলিয়ে সিন্ডেরেলা সিন্ড্রোম বলে থাকেন।

গবেষণায় দেখা গেছে যে, যেসব শিশু বাবা-মায়ের পরিকল্পনা ছাড়াই অপরিকল্পিতভাবে জন্মেছে তাদের প্রতি বাবা-মা বেশী নির্যাতন করেন। বড় পরিবার, যেসব পরিবারে অনেক মানুষ একসাথে বাস করে সেসব পরিবারের শিশুদের নির্যাতিত হবার ঝুঁকি বেশী। যেসব পরিবার বাবা অথবা মা যেকেউ একা চালান (আরেকজন নেই) সেক্ষেত্রে শিশু নির্যাতনের ঝুঁকি বেশী থাকে। হঠাৎ করে যদি বাবা শিশুর মূল যত্নগ্রহণকারী হয়ে উঠেন (যদিও আগে কখনো এই দায়ীত্ব পালন করেননি) তবে এই শিশু নির্যাতিত হবার ঝুঁকি বেশী থাকে। যদি বাবা-মা বা যত্নগ্রহণকারীর মানসিক রোগ থাকে, অনিয়ন্ত্রিত রাগ থাকে, মাদক বা অ্যালকোহলে আসক্তি থাকে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বাড়াবাড়ি রকম ঝগড়া থাকে এবং অভিভাবকদের নির্যাতন করার অতীত ইতিহাস থাকে তবে এই পরিবারের শিশুদের নির্যাতিত হবার ঝুঁকি বেশী থাকে। অভিভাবকেরা যদি চরমধরণের চিন্তার অধিকারী হন তবে শিশু নির্যাতনের সম্ভাবনা বাড়ে। ধর্মীয় ও সামাজিক বিধিনিষেধ মেনে চলতে শিশুকে বাধ্য করার জন্যও অনেক সময় শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। পৃথিবীর দেশে দেশে শিশুকে শৃঙ্খলা শিখানোর জন্য কতটুকু শক্তি প্রয়োগ করা যাবে তার মাত্রার বিষয়ে পার্থক্য আছে। অনেক দেশে শিশুকে শারীরিক শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে সঠিক পথে চালিত করা সামাজিকভাবে স্বীকৃত। আবার অন্যান্য দেশে এটি শিশু নির্যাতন বলে বিবেচনা করা হয়। কুসংস্কারের বশবর্তী হয়েও মানুষ শিশু নির্যাতন করে। আফ্রিকার কোন কোন দেশে ডাইনী হিসাবে চিহ্নিত করে শিশুকে নির্যাতন করার এমনকি হত্যা করার ঘটনাও ঘটে। পৃথিবীর কোন কোন দেশে অল্পবয়সে শিশুদের বিবাহ দেয়ার, বিশেষতঃ কন্যা শিশুদের বিবাহ দেয়ার রীতি আছে। এই রীতিকে অনেক দেশে শিশু নির্যাতন বলে বিবেচনা করা হয়। আফ্রিকার কোথাও কোথাও কন্যা শিশুর যৌন অঙ্গে একধরণের অস্ত্রপচার বা অপারেশন করার বিধান মানা হয়। এটিও অনেক দেশে ভয়ানক ধরণের শারীরিক নির্যাতন বলে মনে করা হয়। দারিদ্র্যের কারণে অনেক দেশে অভিভাবকেরা শিশুদের মৌলিক চাহিদা ঠিকমতো পূরণ করতে পারেননা। শিশু খাবার, শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ও নিরাপত্তা থেকে

বঞ্চিত হয়। ফলে শিশু অবহেলার শিকার হয়। দারিদ্র্য ও সচেতনতার অভাবে শিশু শ্রম, শিশু পাচার, শিশুকে যৌন কর্মী হিসাবে ব্যবহার করার প্রবণতা দেখা যায় অনেক দেশে। অল্পসংখ্যক মানুষের মধ্যে একধরণের ভয়াবহ অসুস্থ প্রবণতা দেখা যায়। তারা শিশুদের সাথে ছাড়া আর কারো সাথে যৌনকর্মে আনন্দ পায়না। এদেরকে পেইডিফেলিয়াক বলে। এরা শিশু যৌন নির্যাতন করে। অসুস্থ মিডিয়ার অসুস্থ প্রভাবে (যেমন, পর্ণোগ্রাফি ওয়েবাসাইটগুলো) মানুষের মধ্যে কিশোরী মেয়েদের সাথে যৌন সম্পর্ক করার একটি প্রবণতার বিকাশ লাভ করছে যা শিশু যৌন নির্যাতন বাড়াবে। পৃথিবীব্যাপী শিশু পর্ণোগ্রাফির ব্যাপক বাজার তৈরী হয়েছে। ফলে শিশু যৌন নির্যাতন করে তা পর্ণো ওয়েবসাইট গুলোতে দেখানো হচ্ছে। একই সাথে বাড়ছে শিশু যৌন কর্মীর চাহিদা।

যদি শিশুর মেজাজ মর্জি বেশী খারাপ থাকে, তার রাগ ও বেয়াড়াপনা স্বভাব থাকে, তার শারীরিক বা বুদ্ধিপ্রতিবন্ধীতা থাকে, তার কোন ধরণের মানসিক রোগ থাকে তবে এই শিশু নির্যাতিত হবার ঝুঁকি বেশী। যদি শিশুর প্রতি বড়দের প্রত্যাশা বেশী থাকে এবং শিশু সেই চাহিদা পূরণে অক্ষম হয় তবে এই শিশুর নির্যাতিত হবার ঝুঁকি বেশী থাকে। নির্যাতিত শিশুরা পরবর্তীতে নিজেদেরই নির্যাতনকারীতে পরিণত হবার সম্ভাবনা থাকে। শিশু বড়দের দেখে ও অনুকরণ করে শিখে। কাজেই যা তার সাথে করা হয়েছে তাই সে আবার করবে এতে ততটা অবাক হবার কিছু নেই।

নির্যাতিত শিশুকে প্রথমেই উদ্ধার করতে হবে। যাতে তার উপর আর নির্যাতন না চলে, যাতে সে তার মৌলিক চাহিদাগুলো পায়, যেমন তাকে খাওয়ার, থাকার ও নিরাপত্তার জন্য কষ্ট করতে না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। তার শারীরিক চিকিৎসা করতে হবে। বাংলাদেশে সরকারী পর্যায়ে মেডিকেল কলেজগুলোতে ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই সেন্টারগুলোতে নির্যাতিত নারী ও শিশুদের শারীরিক চিকিৎসা, মানসিক চিকিৎসা, আইনী সহায়তা, আবাসন সাহায্য করা হয়। একটি সামগ্রিক সহায়তা দেয়ার আন্তরিক চেষ্টা করা হয়। এজন্যই এগুলোকে ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টার বলা হয়। এছাড়া দেশে যেসব এনজিও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে তারা তাদের কর্মসূচীর অংশ হিসাবে নির্যাতিত শিশুদের সমর্থন দিয়ে থাকেন। এছাড়া যারা শিশু নির্যাতনকারী তাদের জন্য প্রয়োজনীয় আইনী ব্যবস্থা নেয়ার পাশাপাশি তাদের মানসিক চিকিৎসার আওতায় আনাটা বিশেষ জরুরী। নির্যাতনকারীদের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে নির্যাতন করার প্রবণতা দেখা যায়। একই ব্যক্তির বিরুদ্ধে বহুসংখ্যক শিশু নির্যাতন করার অভিযোগ প্রায়ই দেখা যায়। এরা থামতে জানেনা। তাদেরকে নিরস্ত করা ও তাদের অসুস্থ মনের মধ্যে কোন ইতিবাচক পরিবর্তন আনা যায় কিনা তার চেষ্টা করলে আমরা আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে দুঃস্বহ নির্যাতনের স্মৃতি নিয়ে বেড়ে উঠা থেকে রক্ষা করতে পারবো এবং এবটি সুস্থ জাতি গঠন করতে পারবো।

পরিশেষে মনে রাখা দরকার যে, প্রতিরোধ চিকিৎসার থেকে উত্তম। মানুষের সচেতনতাই পারে ভয়াবহ নির্যাতন থেকে শিশুদের রক্ষা করতে। ব্রেকিং দ্যা সাইলেন্স নামের একটি প্রতিষ্ঠান গত বিশ বছর ধরে আমাদের দেশে শিশু যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের মতো একটি দেশে যৌন নির্যাতন, বিশেষতঃ শিশু যৌন নির্যতন নিয়ে

কাজ করা একটি দুঃস্বাধ্য কাজ। একটি দুঃস্বহ নীরবতা বিরাজ করে বিষয়টি ঘিরে। সবাই ভাবতে পছন্দ করে- 'দেশে এরণের খারাপ কাজ হচ্ছেনা, আমাদের দেশে এমন ধরণের খারাপ লোক নেই ।' ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স তার ছোট্ট সামর্থ্য নিয়ে একটি বড় কাজে হাত দিয়েছে। নীরবতা ভেঙ্গে কথা বলছে। শিশু যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে নানা ধরণের উদ্যোগ নিচ্ছে। সাহসের সাথে গত দুই দশক ধরে কাজ করে যাচ্ছে। তারা সফল হোক। শিশু নির্যাতন শুন্যের কোঠায় নেমে আসুক এই প্রত্যাশা করি।

লেখকঃ মোঃ জহির উদ্দিন, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট, সহকারী অধ্যাপক, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট। লেখাটি অনন্যা পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। বর্তমান লেখাটির বিষয়ে মতামত জানাতে লেখককে মেইল করতে পারেন zahirm_bd@yahoo.com -এই ইমেইলে।